মৌলবাদের খপ্পরে পাকিস্তানী জন-সমাজ

অধ্যাপক মুবারক আলি

পাকিস্তানের উর্দু পত্রিকা তারিখ-এর সম্পাদক এবং সিন্দ বিবিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক মুবারক আলির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যোগিন্দার সিকান্দ। সাক্ষাৎকারটি পাওয়া গেছে আউটলুক ইণ্ডিয়া'র ১২.৮.২০০২ এর ওয়েবসাইট থেকে

যোগিন্দার সিকান্দ ঃ পাকিস্তানে মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র - এই চলতি কথাবার্তা সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী ?

মুবারক আলি ঃ এ কথার বেশিরভাগই অতিরঞ্জিত বলে আমি মনে করি। মোটের ওপর মাদ্রাসা থেকে সঙ্কীর্ণ, একপেশে মনের ছাত্র তৈরি হয়, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয় না। আফগান তালিবানরা সকলেই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলনা। ওদের মধ্যে আধুনিক স্কুল-কলেজে পড়া যুবকেরাও ছিল। ওদের ওপর টেলিভিসন, রেডিও, খবরের কাগজ এবং পাঠ্য বইয়ের প্রভাব ছিল। আফগানিস্তান রাশিয়ার কবলে থাকাকালীন, আমেরিকান মাদ্রাসা -ছাত্রদের সশস্ত্র জিহাদে প্ররোচিত করে। ওদের জন্য আমেরিকানরা ' ধর্মযুদ্ধ'- এর মহিমা তুলে ধরে বিশেষ পাঠ্যবইও প্রকাশ করিয়েছিল। তারপর মোল্লা ওমর যখন আফগানিস্তানে ক্ষমতায় এলেন, তিনি মাদ্রাসা ছাত্রদের মদত নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। তখন সেইসব যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এবং আফগানিস্তানের নয়া জমানার পক্ষে ওরাই যুদ্ধ করল।

যো . সি . ঃ মাদ্রাসার সংস্কার কীভাবে সম্ভব ?

মু. আ. ঃ যদি পাঠক্রমের দিকে তাকান যায়, তাহলে আমরা দেখব পাকিস্তানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাও মাদ্রাসার মতোই। একমাত্র রাস্তা হল, পাঠক্রমের খোলনলচে বদলানো এবং সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষা চালু করা। সেটা না করে আমাদের সরকার মাদ্রাসার পাঠক্রমে প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিয়ে এসেছে। মাদ্রাসায় কম্পিউটার ঢুকেছে। এটা একটা অর্থহীন প্রক্রিয়া। মানুষের চিন্তা উদ্রেক করানোর জন্য, একটা খোলা মন তৈরির জন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞান নয়, দরকার সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার।

যো . সি . মাদ্রাসা নিয়ে মুশারফ সরকারের পদক্ষেপকে আপনি কী চোখে দেখছেন ?

মু. আ. শিক্ষা বিষয়ে মুশারফ সরকারের কোনও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। মুশারফ চাইছেন একই সঙ্গে আমেরিকা এবং মোল্লাদের সন্তুষ্ট করতে। তিনি মাদ্রাসার রেজিষ্ট্রশনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেই মোল্লারা তাঁর বিরোধিতা করল, তাকে অগ্রাহ্য করার সাহস মুশারফের নেই। আমার মনে হয়, এই স্ববিরোধ থেকে মুক্ত হওয়ায় সবচেয়ে ভাল রাস্তা হল মাদ্রাসা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করে কলেজ এবং বিবিদ্যালয় স্তরে ধর্মতত্ত্ব বিভাগ বা ফ্যাকাল্টিজ অব থিওলজি স্থাপন করা ।

যো. সি. ঃ পাকিস্তানে আজ গণতন্ত্র , মানবাধিকার, নারী-অধিকার, ধর্মীয় বহুত্ববাদ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুত্ব দিয়ে নতুনভাবে ইসলামকে বোঝার সম্ভাবনাকে আপনি কী ভাবে দেখছেন ?

মু . আ. ঃ আমি যা দেখছি, পাকিস্তান ক্রমশ বেশি বেশি মৌলবাদী হয়ে উঠছে। শুতে রাষ্ট্র ছিল মৌলবাদী, কিন্তু এখন বৃহত্তর সমাজ ক্রমশ বেশি বেশি মৌলবাদী হয়ে উঠছে। প্রত্যেক মোল্লাই চাইলে ফতোয়া জারি করতে পারে। পাকিস্তানে বড়োলোকেরা সমাজের উন্নতির কাজে কোনও সংগঠনকে অর্থ-সাহায্য করার থেকে কোনও মাদ্রাসা অথবা মসজিদকে

মদত করতে বেশি আগ্রহী। একনায়কতন্ত্র এবং 'সামন্ত-গণতন্ত্র' সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে। আর্থিক অনটন এবং সামাজিক সমস্যার চাপে তারা ধর্মের কোলে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানে আজ প্রকৃত জনগণতন্ত্রের আশা নেই। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী দিন দিন আরও বড়ো হচ্ছে আকারে, দেশের সম্পদ আরও বেশি বেশি শুষে নিয়ে তা সাধারণের ভাঁড়ার শূন্য করে দিচ্ছে। শাসক শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রের চেহারা বদলেছে। ফলে দুঃখজনকভাবে মানবাধিকারের প্রতি কোনও মর্যাদা নেই। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ মানুষকে নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এরকম একটা অবস্থায়, একটা পিছিয়ে পড়া সমাজে ধর্মের অর্থটাও মানুষের কাছে তেমনই। হুদুদ অর্ডিন্যান্স কায়েম রেখে মহিলাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর-নিন্দা আইনের শিকার হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। আজকের দিনের গুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ওপর নতুন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

যো.সি. ঃ বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমান সমাজ এবং পাশ্চাত্য সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আপনার মত কী ? ইসলামী র‍্যাডিক্যালিজম এর উদ্ভব সম্পর্কে আপনার ভাবনাই বা কী ?

মু.আ. ঃ মুসলমান সমাজের এক বড়ো অংশের মধ্যে ইসলামী র‍্যাডিকালিজম এবং পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাবের পিছনে কারণ হিসাবে বহু জটিলতা আছে। বসনিয়া, কসোভো, চেচনিয়া, প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে যা ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলেছে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে, মুসলমানদের বিদ্ধে ত্রিশ্চান, ইহুদি এবং হিন্দুদের একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। সে-কারণে পারস্পরিক সংলাপে বিশ্বাস হারিয়ে মুসলমানরা বেশি বেশি 'ধর্মযুদ্ধ'- এর পথকেই সমাধান মনে করছে। নিদাণ দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশের মধ্যে চূড়ান্ত অসহায়তার মনোভাব সৃষ্টি করেছে। সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ তাদের মধ্যে একধরনের ' সন্তোষ' জুগিয়ে দেয়, তারা মনে করে, আর যাই হোক, তারা শক্তিশালী শত্রুকেও ভয় দেখাতে সক্ষম ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com